



## 70290 - কেরবানি কৰতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যি সকল কৰ্ম থকে বৰিত থাকবনে

### প্ৰশ্ন

যি মুসলমি হজ্জ আদায় কৰছনে না যলিহজ্জ মাসৰে প্ৰথম দশদিনে তাৰ উপৰ ককি কৰা ওয়াজবি? অৰ্থাৎ নখ কাটা, চুল কাটা, মহেদেদিওয়া ও নতুন জামা-কাপড় পৰা ইত্যাদি ককি কেরবানি কৰাৰ আগতে জায়যে নয়?

### প্ৰিয় উত্তৰ

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যদি যলিহজ্জ মাসে প্ৰবশে কৰা সাব্যস্ত হয় তাহলে যনি কেরবানি কৰতে ইচ্ছুক তাৰ জন্যে তাৰ শৰীৰে কোনে চুল কাটা, নখ কাটা কথিবা চামড়া কাটা হাৰাম। কিন্তু, নতুন জামা-কাপড় পৰিধান কৰা, মহেদেদিওয়া, সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰা, স্ত্ৰী উপভোগ কৰা কথিবা সহবাস কৰা নিষিদ্ধ নয়।

এ বধিান শুধুমাত্ৰ কেরবানিকারীৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰযোজ্য; তাৰ পৰিৱৰ্তে অন্য সদস্যদৰে ক্ষেত্ৰে প্ৰযোজ্য নয়। যাক কেরবানি পশু জবাই কৰাৰ দায়িত্ব দৈওয়া হয়ছে তাৰ ক্ষেত্ৰেও প্ৰযোজ্য নয়। এ কাৰণে কেরবানিকারীৰ স্ত্ৰী-পুত্ৰ কথিবা প্ৰতিনিধিৰ উপৰ এসব কিছু হাৰাম হব না।

এ হুকুমে ক্ষেত্ৰে নৰ-নারীৰ মাঝে কোন ভদে নহে। তাই কোন নারী তনি বিবাহিত হন কথিবা অববিবাহিত হন তনি যদি কেরবানি কৰতে চান তাহলে তনি তাৰ শৰীৰে চুল ও নখ কাটা থকে বৰিত থাকবনে; যহেতে এগুলো থকে নিষিধেকারী হাদিসৰে দলিল সাধাৰণ।

এ বৰিত থাকাকে ইহৰাম বলা হয় না। কাৰণ হজ্জ ও উম্ৰা ব্ৰত ছাড়া কোন ইহৰাম নহে। ইহৰামকারী ইহৰামৰে পোশাক পৰনে। সুগন্ধি ব্যৱহাৰ, স্ত্ৰী সহবাস ও শকাৰ কৰা থকে বৰিত থাকনে। কিন্তু কেরবানিকারীৰ জন্য যলিহজ্জ মাস প্ৰবশে কৰাৰ পৰও এগুলো কৰা জায়যে। কেরবানিকারী শুধু চুল কাটা, নখ কাটা ও চামড়া কাটা থকে বৰিত থাকনে।

উম্মে সালামা (রাঃ) থকে বৰ্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদৰে কডে যখন যলিহজ্জ মাসৰে চাঁদ দেখে এবং সে ব্যক্তি যদি কেরবানি কৰতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সে যনে চুল ও নখ কাটা থকে বৰিত থাকে”। [সহি মুসলমি (১৯৭৭)] অন্য এক ৰোৱায়তে আছে, “সে যনে তাৰ চুল ও চামড়াৰ কোন কিছু (কৰ্তন বা উপড় ফলোৰ মাধ্যমে)



স্পর্শ না করে”।

স্থায়ী কমিটির আলমোগণ বলেন:

“যে ব্যক্তি কোরবানি করতে ইচ্ছুক তার ক্ষেত্রে বধিান হচ্ছ- সে যলিহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে নিজেরে চুল, নখ ও চামড়ার কোন কিছু কাটবে না; যতক্ষণ না সে কোরবানি সম্পন্ন করে। দললি হচ্ছ- একদল সংকলক (বুখারী ছাড়া) উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা যখন যলিহজ্জ মাসের চাঁদ দেখে এবং তোমাদের কটে কোরবানি করার সংকল্প রাখে তখন সে যেন তার চুল ও নখ কাটা থেকে বরিত থাকে”। সুনানে আবু দাউদ, সহহি মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ এর ভাষা হচ্ছ- “কটে যদি জবাই করার জন্য কোন পশু প্রস্তুত রাখে এবং সে যলিহজ্জ মাসে প্রবশে করে তখন সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে; যতক্ষণ না সে কোরবানি সম্পন্ন করে”। এক্ষেত্রে সে নিজ হাতে জবাই করুক কিংবা অন্য কাউকে জবাই করার দায়িত্ব দিক উভয়টা সমান। আর যাদের পক্ষ থেকে কোরবানি করা হচ্ছ- তাদের জন্য এসব বধিান নাই। যাহেতে এই মর্মে কোন দললি নাই। তাছাড়া এটাকে ইহরাম বলা হয় না। মুহরমি হচ্ছ- হজ্জ কিংবা উমরা কিংবা উভয়টি পালনচ্ছে ব্যক্তি”।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়িমি (১১/৩৯৭ ও ৩৯৮)]

স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসে করা হয়:

“হাদিস: ‘যে ব্যক্তি কোরবানি করতে চায় কিংবা তার পক্ষ থেকে কোরবানি করা হবে সে যলিহজ্জ মাসের শুরু থেকে তার চুল, চামড়া ও নখের কোন কিছু কাটবে না; যতক্ষণ না কোরবানি শেষ হয়।’ এ নযিধোজ্জা কী পরিবারের ছোটবড় সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে নাকি ছোটদের পরবর্তীতে শুধু বড়দেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে?”

জবাবে তারা বলেন:

প্রশ্নকারী যে ভাষায় উল্লেখ করছেন সে ভাষায় আমরা কোন হাদিস জানি না। বরং যে ভাষায় হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে মর্মে আমরা জানি সটো হচ্ছ- “তোমরা যখন যলিহজ্জ মাসের চাঁদ দেখে এবং তোমাদের কটে কোরবানি করার সংকল্প রাখে তখন সে যেন তার চুল ও নখ কাটা থেকে বরিত থাকে”। সুনানে আবু দাউদ, সহহি মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ এর ভাষা হচ্ছ- “কটে যদি জবাই করার জন্য কোন পশু প্রস্তুত রাখে এবং সে যলিহজ্জ মাসে প্রবশে করে তখন সে যেন তার চুল, নখ না কাটে; যতক্ষণ না সে কোরবানি সম্পন্ন করে”। এ হাদিসে যলিহজ্জ মাস প্রবশে করার পর যে ব্যক্তি কোরবানি করতে ইচ্ছুক তার জন্য চুল ও নখ কাটা থেকে নযিধোজ্জার প্রমাণ রয়েছে। আর প্রথম রওযায়তেতি বর্জন করার নরিদশে রয়েছে। নরিদশেরে মূল বধিান হচ্ছ- ওয়াজবি বা আবশ্যকতা সাব্যস্ত করা। এ হাদিসের এ মূল বধিানকে রহতি করতে পারে এমন কোন পাল্টা দললি আমাদের জানা নাই। দ্বিতীয় রওযায়তে রয়েছে কর্তন



করার নষিধোজ্জ্‌এগ। নষিধোজ্জ্‌এগরও মূল বধিান হচ্ছ- হারাম সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ কর্তন করার নষিধোজ্জ্‌এগ। এ নষিধোজ্জ্‌এগকে শথিলি করতে পারে এমন কোন পাল্টা দললি আমাদরে জানা নই। অতএব, এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হল যে, এ হাদসিটি শুধু ঐ ব্যক্তির জন্য খাস যিনি নিজিে কেরবানি করতে ইচ্ছুক। কন্তি য়ে ব্যক্তিরি পক্ষ থকে কেরবানিকরা হবে (যমেন কেরবানিকারীর স্ত্রী-পুত্র) তিনি বড় হন কথিবা ছোট হন তার ক্ষতেরে চুল কাটা, চামড়া তোলো কথিবা নখ কাটতে কোন বাধা নই। যহেতু আসল বধিান হচ্ছ- এগুলো জায়যে হওয়া। এ আসল বধিানেরে বপিরীত কোন দললি আমাদরে জানা নই।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনা আদ-দায়মি (১১/৪২৬ ও ৪২৭)]

দুই:

যে ব্যক্তিরি সামর্থ্য না থাকার কারণে তার কেরবানিকরার ইচ্ছা নই তার জন্য এগুলো কাটা হারাম নয়। আর কেরবানি করতে ইচ্ছুক এমন কটে যদি এগুলো কটে ফলে তার উপর ফদিয়া আবশ্যক হবে না। বরং তার উপর তাওবা ও ইস্তগিফার করা আবশ্যক হবে।

ইবনে হায়ম বলেন:

যে ব্যক্তি কেরবানিকরতে ইচ্ছুক যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দেখো গলে সে তার দহেরে চুল বা নখ ইত্যাদি হাত দবি না; অর্থাৎ কামাবে না কথিবা ছাটবে না কথিবা অন্য কোন ভাবে দূর করবে না। আর যে ব্যক্তিরি কেরবানিকরার সংকল্প নই তার উপর এগুলো অবধারতি নয়।[আল-মুহাল্লা (৩/৬)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

এটা যখন সাব্যস্ত হল তখন সে ব্যক্তি চুল কাটা, নখ কাটা বর্জন করবে। যদি করে ফলে তাহলে আল্লাহর কাছে ইস্তগিফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করবে। তাকে ফদিয়া দতি হবে না মর্মে ইজমা সংঘটিত হয়েছে; চাই সে সটো ইচ্ছাকৃতভাবে করুক কথিবা ভুলক্রমে করুক।[আল-মুগনি (৯/৩৪৬)]

টীকা:

শাওকানি বলেন:

এ নষিধোজ্জ্‌এগর হকেমত হলো, কেরবানিকারীর শরীরেরে সম্পূর্ণ অংশ অটুট থাকুক; যাত করে গটো দহে জাহান্নামেরে আগুন থকে মুক্তি পায়। কারো কারো মতে, ইহরামকারীর সাথে সাদৃশ্যস্বরূপ এ বধিান। এ দুটি হকেমত ইমাম নববী উল্লেখ করছেন। ইমাম শাফয়েরি ছাত্রবর্গ থকে বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় হকেমতটি ভুল। কারণ ইহরামকারী আরও যসেব জনিসি



বর্জন করে থাকে কোরবানকারী তও সগেলও বর্জন করে না; যমেন- নারী, সুগন্ধি, সাধারণ পটশাক ইত্যাদি।[নাইলুল  
আওতার (৫/১৩৩)]

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।